যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

# আরও ৪ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন এমপিওভুক্ত হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আরও চার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন এমপিওভুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ঘোষিত ১ হাজার ২২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাতেগোনা কিছু প্রতিষ্ঠান বাদ যাচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নেই, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের নানা ধরনের অভিযোগ, কেবল সেগুলোই বাদ যাওয়ার তালিকায় রয়েছে। তবে এ সংখ্যাও

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

## হচ্ছে : এমপিওভুক্ত

(৩ পৃষ্ঠার পর)

পঙ্কপের নিচে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
৬ মে রাতে নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঘোষণা করা হয়। নতুন তালিকা ঘোষণার পরপরই সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শিক্ষক-কর্মচারীরা রাজপথে নেমে আসেন। শিক্ষকদের পাশাপাশি এমপিরা পর্যন্ত ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনেক এমপি এবং সরকারি দলের নেতাকর্মীরা এসে বিক্ষোভ করেন। মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী তার সহকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তালিকা স্থগিত করে পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। সূত্র জানায়, এই নির্দেশনার পর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা জনপ্রতিনিধিদের কাছে মতামত চেয়ে পত্র পাঠান। ইতিমধ্যে তার দফতরে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রীও ঘোষিত তালিকা পর্যালোচনা করেন। শনিবার তিনি এ ব্যাপারে যুগান্তরকে জানান, ঘোষিত তালিকার পর্যালোচনা শেষ হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রীর ফেরার পর তা তার দৃষ্টিতে আনা হবে।
এদিকে মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী সূত্র নিশ্চিত করেছে, আরও নতুন ৪ শতাধিক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হচ্ছে। নতুন এই এমপিওভুক্তিতে প্রায় ৪০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। বাড়তি টাকা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তহবিল থেকে সংকুলান করার কথা ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।
এদিকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ঘোষিত এমপিও তালিকা নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। সূত্র নিশ্চিত করেছে, তারা মন্ত্রণালয় ঘোষিত তালিকায় এমপিও নীতিমালার ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারা লংঘনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তা স্বীকার বা অস্বীকার না করে বলেন, নীতিমালায় বিশেষ বিবেচনায় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ বিবেচনার কথা রয়েছে। নতুন এমপিওভুক্তিতে তারা এবার সেই বিধিটির প্রতি নজর দেবেন।
২০০৪ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণ প্রক্রিয়া। ৬ মে প্রকাশিত তালিকায় যে ১ হাজার ২১টি প্রতিষ্ঠান স্থান পায় তার মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০৪টি, স্কুল ও কলেজ ১৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৫০টি, ডিগ্রি কলেজ ১৮টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৮৩টি, আলিম মাদ্রাসা ২৭টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৬টি, এসএসসি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান ১৫১টি এবং এইচএসসি (বিএম) পর্যায়ের কলেজ ১৬১টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র স্বীকার করেছে, আরও ৪ শতাধিক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে, তার সবই মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ অনুযায়ী করা হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ৪শ' প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা নিয়েই সরকারের সবচেয়ে বেশি ঘুষ লেনদেন হওয়ার আশংকা রয়েছে।